



## 13815 - জুমার দিনে সুন্নত ও আদবসমূহ

### প্রশ্ন

আমি জানি জুমার দিনে অনেকে ফযলিত রয়েছে। আপনি কি আমাকে কিছু সুন্নত ও আদব জানাতে পারেন যাতে করে এই দিনে আমি সেই আমলগুলো করতে পারি?

### উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

জুমাবার একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন। এই দিনে মর্যাদার প্রমাণ বহন করে এমন অনেকে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। জুমার দিনে সুন্নত ও আদবগুলোর মধ্যে রয়েছে জুমার নামায পড়া, সূরা কাহাফ তলোওয়াত করা, বেশি বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া এবং দোয়ায় নমিগ্ন থাকা।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; জুমাবার একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন। এই দিনে মর্যাদার প্রমাণ বহন করে এমন অনেকে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে।

### জুমাবারের সুন্নত ও আদবসমূহ:

জুমাবারের সুন্নত ও আদব অনেকে; যমেন:

#### ১। জুমার নামায আদায় করা

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দকিে ধাবতি হও এবং বচোকনো ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা জানতে।” [সূরা জুমুআ’ আয়াত: ৯]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে (১/৩৭৬) বলেন:

জুমার নামায ইসলামের অন্যতম তাগদিপূর্ণ ফরয। এটি মুসলমানদের অন্যতম মহান সম্মিলন। এটি আরাফার সম্মিলন ছাড়া অন্য সব সম্মিলনের চেয়ে মহান ও অধিক আবশ্যকীয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জুমার নামায ছেড়ে দেয় আল্লাহ তার অন্তরে উপর মোহর মরে দেন। [সমাপ্ত]



আবুল জা'দ আদ-দামারি থেকে বর্ণিত (তিনি সিঙ্গতিব পয়েছেলিনে) তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি অবহলো করে তনি জুমা ত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে উপর মোহর মরে দবিনে।”[সুনানে আবু দাউদ (১০৫২), আলবানী ‘সহহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে (৯২৮) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন: তিনি তাঁর মম্বিররে উপর থেকে বলছেন: “অবশ্যই একদল মানুষ হয়তো জুমার নামায ত্যাগ করা থেকে বরিত থাকবে; নয়তো আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর মরে দবিনে; এরপর তারা গাফলিদরে মধ্যে পরগিণতি হয়ে যাবে।”[সহহি মুসলমি (৮৬৫)]

## ২। দোয়াতে মগ্ন থাকা

এই দিনে দোয়া **কবুলরে একটি সময় রয়েছে** ; যদি এই সময়ে কোন বান্দা তার প্রভুকে ডাকে তিনি তার ডাকে সাড়া দনে; ইনশাআল্লাহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জুমাবারের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন: “তাতে এমন একটি সময় রয়েছে। কোন মুসলমি বান্দার দাঁড়িয়ে নামাযরত আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যদি ঐ সময়ে পড়ে যায়; তাহলে আল্লাহ তাকে সটেদিন করেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে ঐ সময়টির স্বল্পতার দকি ইঙ্গতি করলেন।”[সহহি বুখারী (৮৯৩) ও সহহি মুসলমি (৮৫২)]

## ৩। সূরা কাহাফ পড়া

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিনে **সূরা কাহাফ** পড়বে তার জন্য দুই জুমার মধ্যবর্তী সময় আলোকিত করে দয়ো হবে।”[মুস্তাদরাকে হাকমে, আলবানী ‘সহহিত তারগীব’ গ্রন্থে (৮৩৬) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

## ৪। বেশি বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিদুরুদ পড়া

আওস বনি আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “নশ্চয় তোমাদের সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন। এই দিনে আদম আলাইহিসি সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে। এই দিনে শঙ্কিগায় ফুক দয়ো হবে। এই দিনে বকিট ধ্বনি (মহাপ্রলয়) ঘটবে। তাই তোমরা আমার প্রতি বেশি বেশি দুরুদ পড়বে। কেননা তোমাদের দুরুদ পাঠ আমার কাছে পশে করা হয়। তারা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কভাবে আপনার কাছে পশে করা হবে; অথচ আপনি (মরতে) পচে গছেন। তিনি বলেন: নশ্চয় আল্লাহ নবীদের দহেগুলো খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।”[সুনানে আবু দাউদ (১০৪৭), ইবনুল কাইয়যমে সুনানে আবু দাউদের টীকাগ্রন্থে (৪/২৭৩)]



হাদসিটকি সহহি বলছেন এবং আলবানী ‘সহহি সুনানে আবু দাউদ (৯২৫) গ্রন্থে সহহি বলছেন]

আউনুল মাবুদ গ্রন্থে বলেন:

জুমার দনিকি খাস করা হয়ছে য়েহেতু জুমার দনি সকল দনিরে নতো এবং মোস্তফা সকল মানুষরে নতো। তাই তাঁর প্রতিদুরুদ পড়ার বিশেষত্ব আছে; যা অন্য কারো জন্য নহে।[সমাপ্ত]

এ সকল মর্যাদা ও ইবাদত সত্ববেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দনি বা রাতরে জন্য এমন কোন ইবাদত খাস করতে নষিধে করছেন যা শরয়িতে উদ্ধৃত হয়নি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তোমরা অন্য রাতগুলোর মধ্য থেকে জুমার রাতকে কয়ামুল লাইলরে জন্য খাস করে নিও না। এবং অন্য দনিগুলোর মধ্য থেকে জুমার দনিকি রোযা রাখার জন্য খাস করে নিও না। যদি তোমাদের কারো রোযা রাখার অভ্যাস থাকে সেটা ছাড়া।”[সহহি মুসলিম (১১৪৪)]

সানআনী ‘সুবুলুস সালাম’ গ্রন্থে বলেন:

“হাদসি প্রমাণ করে যে, জুমার রাতকে কোন ইবাদতরে জন্য কথিবা অভ্যাসে নহে এমন কোন তলোওয়াতরে জন্য খাস করা হারাম। তবে দলিলে যা উদ্ধৃত হয়ছে য়েমন সূরা কাহাফ পড়া; সটে ছাড়া...।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী বলেন:

“এই হাদসি সুস্পষ্ট নষিধোজ্ঞা রয়ছে: অন্য রাতগুলোর মধ্য থেকে জুমার রাতকে নামায়রে জন্য খাস করা থেকে এবং জুমার দনিকি রোযার জন্য খাস করা থেকে। এটি মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।”[সমাপ্ত]

তনি আরও বলেন:

“আলমেগণ বলেন: সেই দনি বিশেষ রোযা রাখতে নষিধোজ্ঞার গুটরহস্য হলো: জুমার দনি দোয়া, যিকিরি ও ইবাদতরে দনি; য়েমন- গোসল করা, আগে আগে নামাযে যাওয়া, নামায়রে জন্য অপেক্ষা করা, খোতবা শুনা, নামায়রে পর বেশি বেশি যিকিরি করা; য়েহেতু আল্লাহ তাআলার বাণীতে এসছে: “অতঃপর সালাত শেষে হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর; য়াতে করে তোমরা সফলকাম হও।”[সূরা জুমুআ; আয়াত: ১০] এগুলো ছাড়া সেই দনি আরও য়েসেব ইবাদত রয়ছে। তাই সেইদনি রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। য়াতে করে এই সব আমল পালনে অপেক্ষাকৃত সহায়ক হয় এবং উদ্দীপনাসহ, প্রফুল্লচত্বে, মজা করে আদায় করা যায়; ত্যকত-বরিক্তি না আসে। এটি হাজীর জন্য আরায়ার দনিরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা একই গুটরহস্যরে কারণে হাজীর জন্য রোযা না-রাখা সুনত...। এটিই জুমার দনি



এককভাবে রোযা না-রাখার নরিভরযোগ্য গূঢ়হস্য।”

কারো কারো মতে: এই নষিধোজ্ঞার কারণ হলো— এই দনিকে মর্যাদা দয়ের ক্ষতেরে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা; যাত করে জুমার দনি দ্বারা পরীক্ষায় ফলো না হয়; যভেবে ইহুদীদরেকে শনবিাররে মাধ্যমে পরীক্ষায় ফলো হয়েছে। এই অভমিত দুর্বল এবং জুমার নামায় ও অন্যান্য জুমার দনিরে আমলগুলো ও জুমার দনিকে মর্যাদা দয়ের মাধ্যমে এই অভমিত অপনোদতি।

কারো কারো মতে: নষিধোজ্ঞার কারণ হলো— যাত করে এই রোযা রাখাকে কটে ওয়াজবি বশিবাস না করে ফলে। এটিও দুর্বল অভমিত এবং সোমবাররে মাধ্যমে এটি অপনোদতি। যহেতে সোমবাররে রোযা রাখা মুস্তাহাব। সুতরাং এই দূরবর্তী সম্ভাবনার দকি ভরুক্ষপে করা যাবে না। এবং আরাফার দনি, আশুরার দনি ও অন্যান্য দনিরে মাধ্যমেও অপনোদতি। সঠিকি হলো যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।